আমঝুপিতে মৌমাছির কামড়ে তিনজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-ইসলামনগর সড়কে মৌমাছির কামড়ে তিন জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- আমঝুপি উত্তরপাড়ার হাবিবুর রহমানের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৪০), ফকির মোহাম্মদের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৫০) এবং মনিরুল ইসলামের নাতি আকাশ।

স্থানীয়রা জানান, আমঝুপি-ইসলামনগর সড়কের সেচ পাম্পের পাশে ধান মাড়াইয়ের কাজ করছিলেন তারা। ধান মাড়াই শেষে বস্তা আনতে বাড়ি যাচ্ছিলেন।

এসময় রাস্তার পাশের একটি কাঠাল গাছের মৌমাছির চাক ভেঙে একদল মৌমাছি তাদের কামড় দেয়। এসময় স্থানীয় তাদের উদ্ধার করে। এদের মধ্যে আমিরুল ইসলামকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুরে মৌমাছির চাকে ঈগল পাখির থাবা, মুসল্লিদের উপর আক্রমন

মরদেহ দাফনের উদ্যোশ্যে ঈদগাহ ময়দানে নিয়ে দাড়াতেই ঈগল পাখি একটি মৌমাছির চাকে থাবা মারে। এসময় মৌমাছির দল জানাযাতে দাড়ানো মুসল্লির উপর আক্রমন চালাতেই আহত হন কমপক্ষে ১২ জন মুসল্লি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বুড়িপোতা ঈদগাহ মাঠে মৌমাছির কামড়ের এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বুড়িপোতা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফ উদ্দিন জানান, বুড়িপোতা গ্রামের আবু জাফরের স্ত্রীর জানাজা করার লক্ষ মরদেহ নিয়ে ঈদগাহ মাঠে উপস্থিত হন। এ সময় ঈগল পাখি ঈদগাহ মাঠের পাশে একটি গাছে মৌমাছির চাকে আঘাত করলে মৌমাছির দল ঈদগাহ মাঠে জানাজায় অংশ নিতে আসা মানুষের উপর আক্রমণ করে। মৌমাছির আক্রমণে বুড়িপোতা গ্রামের কমপক্ষে ১২ জন গুরুতর আহত হন।

আহতদের মধ্যে বুড়িপোতা গ্রামের মিন্টুর ছেলে শাকিব, নাসির উদ্দিনের ছেলে মনিরুল, ফরমানের ছেলে শফিউদ্দিন, ইমাস উদ্দিনের ছেলে মমতাজ, রবিউল, মিনারকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।